



238938 - ইসলামী শরিয়তে কৃপণতার সীমারখো

প্রশ্ন

ইসলামী শরিয়্য মতোবকে কখন একজন লোককে তার স্ত্রী ও পুত্রদরে খরচাদি দয়োর ক্ষত্রে কৃপণ হিসেবে গণ্য করা হবে? কারণ কটে কটে মনে করছে যে, আমি আমার আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করছি। আবার কটে কটে মনে করছে যে, আমার মাঝে কৃপণতা আছে।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য যে ক্ষত্রে খরচ করা বাঞ্ছনীয় সে ক্ষত্রে খরচ করে না সে কৃপণ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কৃপণতা একটা মন্দ গুণ। কৃপণতার চয়ে মন্দ গুণ আর কী হতে পারে? কৃপণতার সীমারখো নির্ধারণরে ক্ষত্রে আলমেগণরে ববিধি বক্তব্য পাওয়া যায়:

ইবনুল মুফলহি (রহঃ) বলেন:

আলমেগণ কৃপণতার সীমারখোর ব্যাপারে কয়কেটি মত উল্লেখ করছেন:

১. যাকাত প্রদান না করা। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল সে ব্যক্তি কৃপণতার অভিধা থেকে রহেই পলে।

২. ফরয যাকাত ও ফরয খরচাদি বহন না করা। এ অভিমতরে ভিত্তিতে কটে যদি যাকাত প্রদান করে কনিতু অন্য ফরয খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে কৃপণ হিসেবে গণ্য করা হবে। [এটি ইবনুল কাইয়্যমে ও অন্যান্য আলমেগণরে এর মনোনীত অভিমত]

৩. ফরয খরচ ও মুস্তাহাব খরচ প্রদান করা। তাই কটে যদি শুধু দ্বিতীয়টির ক্ষত্রে কসুর করে তাহলে সে কৃপণ। [এটি ইমাম গাজ্জালি ও অন্যান্যদরে অভিমত] [আল-আদাবুশ শারইয়্যা (৩/৩০৩) থেকে সংক্ষপে সংকলতি]



ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: কৃপণ হচ্ছে- যবে ব্যক্তি তার উপরে ফরয খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সুতরাং কটে যদি তার উপরে যা কিছু খরচ করা ফরয সগেলো আদায় করে তাহলে তাকে কৃপণ বলা যাবে না। বরং কৃপণ হল যবে ব্যক্তির দায়িত্বে যা দায়ো ও খরচ করার দায়িত্ব সটো করতে অস্বীকৃতি জানায়। [জালাউল আফহাম (পৃষ্ঠা-৩৮৫), কুরতুবীরও অনুরূপ উক্ত রয়ছে (৫/১৯৩)]

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন:

কৃপণ হচ্ছে- এমন ব্যক্তি যবে ব্যক্তি এমন স্থানে খরচ করতে অস্বীকৃতি জানায় যখনে খরচ করা বাঞ্ছনীয়; সটো শরয়িতরে বধিনরে নরিখি হোক, কথিবা ব্যক্তিত্ব রক্ষার নরিখি হোক। এর পরমিাপ নরিদষ্টি করা সম্ভবপর নয়। [ইহইয়া উলুমদি দ্দীন (৩/২৬০)]

অনুরূপ কথা শাইখ উছাইমীন (রহঃ)ও বলছেন:

“কৃপণতা হচ্ছে: যা খরচ করা আবশ্যিক ও যা খরচ করা বাঞ্ছনীয়।”

[শারহু রয়াদুস সালহীন থেকে (৩/৪১০) সমাপ্ত]

দুই:

পুরুষরে উপর ফরয তার স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য প্রচলতি রীতি অনুযায়ী ব্যয় করা। খরচাদরি মধ্যবে অন্তর্ভুক্ত হবো: খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান এবং স্ত্রী ও সন্তানদরে যাবতীয় যা কিছু প্রয়োজন; যগুলো না হলে নয়। যমেন- চকিত্সার খরচ, শিক্ষা খরচ ইত্যাদি।

এ খরচাদি প্রদান করা হবো, স্বামীর সামর্থ্য ও তার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “বিত্তবান তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবো। আর যার জীবনোপকরণ সীমতি সবে আল্লাহ তাকে যা দান করছেন সটো থেকে ব্যয় করবো। আল্লাহ যাকে যবে সামর্থ্য দয়িছেন তার চয়ে গুরুতর বোঝা তনি তার উপর চাপান না।” [সূরা ত্বালাক, আয়াত: ৭]

এ কারণে মানুষরে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার ভিত্তিতে স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য ব্যয়ভার এককে জনরে এককে রকম। যবে ব্যক্তি সচ্ছল সবে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য সচ্ছলভাবে ব্যয় করবো। যদি এ ক্ষত্রে তাদরেককে কম দয়ে তাহলে সবে ব্যক্তি কৃপণ হিসেবে গণ্য হবো। কেনো সবে ব্যক্তি তার উপর যবে দায়িত্ব রয়ছে সটো পালন থেকে বরিত থেকেছে। আর যবে ব্যক্তি অসচ্ছল সবে ব্যক্তি অসচ্ছলভাবে ব্যয় করবো। আর যবে ব্যক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবে তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করবো। আল্লাহ বান্দাকে যা দয়িছেন এর উপরে কোন দায়িত্ব দনে না। শরয়িতে এ ব্যয়রে নরিধারতি কোন



সীমা নহে। বরং খরচাদরি পরমাপরে মানদণ্ড হচ্ছ- মানুষরে সামাজকি রীত।